দৈনিক সংবাদ

JAN. 21 2002

JAN. 20 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা

বাকি বিল্লাহ ॥ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ ১১ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগে ঢাকার সিএমএম আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গতকাল রোববার মো. আলতাফ হোসেন নামে এক ব্যক্তি বাদি হয়ে দুর্নীতি দমন আইনে এ নালিশি মামলা দায়ের করেন।

আদালত এ মামলাটি গ্রহণ করে সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে তদন্তপূর্বক আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্নীতিদমন কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করেন।

মামলার অভিযুক্তরা হচ্ছেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. শফিউর রহমান, প্রফেসর কবির উদ্দিন আহাম্মদ মজুমদার (সদস্য পাঠ), প্রফেসর হাসান আলী, প্রফেসর এস এম হায়দার (সদস্য শিক্ষাক্রম), এ এফ এম আলমগীর খান, সদস্য প্রাথমিক শিক্ষা, প্রফেসর নাজিম উদ্দিন (সচিব), নুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ হোসেন, মো. আমান উল্লাহ, আবদুর রশিদ মিয়া ও আবদুল হক চৌধুরী। অভিযুক্ত ১১ জন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড মতিঝিল অফিসে কর্মরত।

মামলার বাদি তার আরজিতে অভিযোগ করে বলেন, অভিযুক্ত ১১ জন আসামি কিছুদিন পূর্বে অসৎ উদ্দেশ্যে কিছু কর্মকর্তাকে প্রমোশন দিয়ে বদলি করে। কৌশলে নিজেরাই বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও সরবরাহের দায়িত্ব পালনের সুযোগ সৃষ্টি করে বিরাট অঙ্কের অর্থ আত্মসাতের পরিকল্পনার সুযোগ সৃষ্টি

পাঠ্যপুস্তক ঃ পৃঃ ২ কঃ ৮

পাঠ্যপুস্তক ঃ মামলা

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

করেন। ফলে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে বিলম্ব ঘটতে থাকে। বাদি সম্প্রতি তার নিজ হাতে গড়ে তোলা পিরোজপুর থানার মুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে সংশ্লিষ্ট শাখায় বই আনতে গিয়ে কোন বই পাননি। তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন অভিযুক্ত ১১ জন আসামির সরাসরি সম্পৃক্ততা ও হস্তক্ষেপের কারণে সরকারের কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেন।

আদালত বাদির জবানবন্দি রেকর্ড করে মামলাটি সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর তদন্তের জন্য প্রেরণ করেন।